সংক্রামিত ১৬৭, মৃত ৪

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২১ জুলাই : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা মিলিয়ে ১৬৭ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। পাশাপাশি, সংক্রামিত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়িতে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কোচবিহারে আরও ৩৮, আলিপুরদুয়ারে ১৭, জলপাইগুড়িতে ৩৫, দার্জিলিং জেলায় ৭৪ এবং মালদায় ৩ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কোচবিহারের ১২ বছরের বাসিন্দা সাহেনা খাতুন, জলপাইগুড়ির বিজন দাস (৬৫) এবং মাজাবাড়ির মীরা রাই (৬৩) মারা যান। এছাড়া শিলিগুড়ি সেবক রোডের এক নার্সিংহোমে মারা গিয়েছেন সিকিমের বাসিন্দা ভদ্রবাহাদুর রাই (৬৩)।

অন্যদিকে, কোচবিহারে সংক্রামিতদের মধ্যে সদরে ২৫, দিনহাটায় ৪, মেখলিগঞ্জে ৩, তুফানগঞ্জে ৩ এবং মাথাভাঙ্গায় ৩ জন রয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৪০ জন দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং ২ জন জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় ১, শুকনায় ৫, কার্সিয়াংয়ে ১, মিরিকে ৩, বিজনবাড়িতে ১, সুখিয়াপোখরিতে ৩, তাকদায় ৫, মাটিগাড়ায় ১৩, নকশালবাড়িতে ১ এবং ফাঁসিদেওয়ায় ১ জন রয়েছেন। জেলায় এদিন সুস্থ হয়েছেন ৭৪ জন। কোচবিহারে ৩৯, আলিপুরদুয়ারে ২১, জলপাইগুড়িতে ৫৮ জনের সুস্থ হওয়ার খবর রয়েছে।

স্কুল খোলার জোরালো দাবি

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : মঙ্গলবার আইসিএমআর প্রাথমিক স্কুল খোলার পরামর্শ দিয়েছে। পড়ুয়াদের স্বার্থে কোভিডবিধি মেনে স্কুল খোলা হোক, তা চাইছেন প্রাথমিকের শিক্ষক ও অভিভাবকরাও। কোভিড পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘসময় স্কুল বন্ধ হওয়ার ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের। কারণ প্রাথমিকের অনেক পড়ুয়াই রয়েছে যারা শুধুমাত্র স্কুলের পড়াশোনার উপরই নির্ভরশীল। স্কুল খোলার ব্যাপারে শিলিগুড়ির বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ নমিতা রায় বলেন, 'স্কুল খোলা হলে পড়ুয়াদের সুবিধা হবে ঠিকই। তবে এখনও সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ দেওয়া হয়নি। ভ্যাকসিন না দিয়ে স্কুল খুললে শিশুদের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। দুটো ডোজ হওয়ার পর স্কুল খুললে ভালো।'

পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে স্কুল খোলা হলেও যাতে একদিনে সমস্ত পড়ুয়াকে আসতে না বলা হয় বরং অর্ধেক পড়ুয়া নিয়ে স্কুল খোলা হয়, তা জানিয়েছেন লেকটাউন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা। এদিকে, প্রায় দেড় বছর ধরে স্কুল বন্ধ থাকার ফলে পড়ুয়াদের স্বার্থে এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ বের করে যাতে স্কুল খোলা হয় তা জানান প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ার মা ছবি দে।

শহিদ দিবসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি

প্রথম পাতার পর

পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও এলাকায় রাতেও উত্তেজনা ছিল। মোতায়েন করা হয়েছে র‍্যাফ। পুলিশ পিকেট বসেছে এলাকায়। গণ্ডগোলের কারণ বা উৎস সম্পর্কে অবশ্য বুধবার রাত পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

শুধু স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে যে, তৃণমূলের এলাকার অঞ্চল সভাপতি যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক ও প্রভাবশালী নেতা তপন রায়ের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এই ঘটনার পিছনে আছে। তপনের অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনে যজ্ঞেশ্বর বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন বলে তাঁকে অপসারণের প্রক্রিয়া চলছিল পদ থেকে। সে কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে দলবল নিয়ে তিনি শহিদ দিবসের ভাষণ শোনার অনুষ্ঠানে হামলা করেছেন।

অন্যদিকে যজ্ঞেশ্বরের দাবি, বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছেন তপন। জেলা নেতাদের সেই ঘটনা জানানোয় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি এদিনের সমাবেশে হামলা করেছেন সঙ্গীদের নিয়ে। তৃণমূলের মিনাখাঁ বিধানসভা কমিটির চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'দোষী যিনিই হোন, কাউকে ছাড়া হবে না।'

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৮.০
শিলিগুড়ি	৩৪.০	২৫.০
জলপাইগুড়ি	৩৪.০	২৭.০
কোচবিহার	৩৪.০	২৬.০
আলিপুরদুয়ার	৩৪.০	২৬.০
মালদা	৩৪.০	২৭.০
রায়গঞ্জ	৩৪.০	২৭.০
গ্যাংটক	২৫.০	১৮.০

গাছ লাগানোর সচেতনতার প্রচার

দু'চাকায় লাদাখ পাড়ি বাগডোগরার শ্যামার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : মানালি ছাড়িয়ে সারচু থেকে প্যাং হয়ে ত্যাংল্যাং রা পাস পেরোনোর সময় বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অক্সিজেনের সমস্যা। ৫ মিনিট অন্তর অন্তর থমকিয়ে দিয়েছে সাইকেলের চাকা। ফ্রি ইউল খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে উত্তরাখণ্ডের থারালির ছয় কিলোমিটার পাহাড়ি পথে হেঁটে হেঁটে সাইকেল টানতে হয়েছে। সেই সঙ্গেই চলেছে মেকানিকের খোঁজ। লকডাউনে আটকে পড়ে ২৯ দিন কাটাতে হয়েছে উত্তরাখণ্ডের বাঘেশ্বর জেলার কোট ফুলবাড়ি গ্রামের পঞ্চায়েত ভবনে। উত্তরপ্রদেশের অপরিচিত শুনসান রাস্তায় সাইকেলের পাংচার ঠিক করতে গিয়ে মনে দানা বেঁধেছে অজানা আশঙ্কা। সইতে হয়েছে উত্তরপ্রদেশে চলা 'লু'।

পাহাড়ি পথে স্থানীয় বাসিন্দার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস।

চলার পথে এসেছে এ ধরনের হাজারো প্রতিবন্ধকতা। ছাড়তে হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী চাকরিও। তবে কোনও কিছুই আটকাতে পারেনি আপার বাগডোগরার সাহেবপাড়ার বাসিন্দা শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসকে। বৃক্ষরোপণের বার্তা নিয়ে সাইকেলকে সঙ্গী করেই শ্যামাপ্রসাদ পৌঁছে গিয়েছেন লাদাখে। সেখানকার নিম্মো, সাসপল, খালসটি গ্রামে ঘোরার পর এখন তিনি রয়েছেন অচিনথাং গ্রামে। তবে এখনই বাড়ি ফিরে আসার প্রশ্নই নেই। আপাতত শুরু হয়েছে সাইকেল নিয়ে কাশ্মীর যাওয়ার প্রস্তুতি।

সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন চলতি বছরের মার্চ মাসের ১ তারিখ। শিলিগুড়ি থেকে সোজা সুন্দরবন। এরপর অযোধ্যা পাহাড় দিয়ে ওই মাসের ১৮ তারিখ রাজ্য ছাড়িয়ে প্রথমে ঝাড়খণ্ড তারপর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ হয়ে মানালিতে পৌঁছোন গত মাসের ৩০ তারিখ। চলতি মাসের প্রথমদিকে লাদাখ। এখন খারদুংগা। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় লাদাখে যাওয়ার স্বপ্ন অবশ্য শ্যামা দেখেননি। চাকরি ছাড়ার পর পিএফ ভেঙে পাওয়া ৭০ হাজার টাকাকে সম্বল করেই তিনি টার্গেট করেছিলেন সুন্দরবন। তবে সুন্দরবন পৌঁছোনোর পর স্বপ্নটা আরও বড় হয়। রাস্তায় মেলা মানুষের উৎসাহ দেখে টার্গেট হয় লাদাখ।

হঠাৎ করেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোনোর কারণ? বছর চৌত্রিশের শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল ভারত ঘোরার। কীভাবে ঘুরব, তার পথ জানা ছিল না। লকডাউনের সময় থেকেই সাইকেল চালানো শুরু করি। পরিবেশ রক্ষায় গাছের গুরুত্ব বুঝতে পারি। ভাবছিলাম, সাইকেল নিয়ে বেরিয়েই যতটা পারা যায় ঘুরে ঘুরে গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করব।' তবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পেশা। তিন মাসের ছুটির আবেদন করলে সেটা নাকচ হওয়ায় চাকরিটাই ছেড়ে দেন। শ্যামাপ্রসাদদের আরও সংযোজন, 'রাস্তায় নামার আগে ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখ পর্যন্ত সবমিলিয়ে প্রায় ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে প্র্যাকটিস করেছিলাম।'

শ্যামাপ্রসাদের মুখে বারেবারেই শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত পরিস্থিতির কথা। চলার পথে মানুষের সঙ্গে পরিবেশ নিয়ে কথা বলতে গিয়েই মিলেছে তথ্য। আশঙ্কার সুরে শ্যামাপ্রসাদ বলছিলেন, 'বছরপাঁচেক আগেও লাদাখে যেমন বরফ পড়ত, এখন আর পড়ে না। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও গাছ কেটে বহুতল বাড়তে থাকাই এর কারণ।' উত্তরাখণ্ডের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা আবেগঘন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি বলেন, 'ওখানকার মানুষরা গাছ নিয়ে গর্বিত। বছরে একদিন সবাই গাছ লাগান। আবার ভালো ভিউওয়ালা হোটেল বানাতে গিয়ে প্রচুর গাছ কাটা যায়।'

শ্যামাপ্রসাদের পরিবার বলতে তাঁর মা ও দাদা। দাদা নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত। মা সুলতা বিশ্বাস বলেন, 'ছেলে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক। নিরাপদে থাকুক, এটাই শুধু প্রার্থনা।'

সমর্থকদের ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ

প্রথম পাতার পর

সেটা মাথায় রেখে লাল-হলুদের ক্লাব তাঁবু পর্যন্ত মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ। তা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এড়ানো যায়নি সংঘাত। দুই পক্ষের বাদানুবাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে হাতাহাতিতে।

ভাঙা হয় বিক্ষোভকারী সমর্থকের গাড়ি। আহত হন সমর্থক। তবে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যেতে দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। বিক্ষুব্ধ সমর্থকদের দাবি, ঝামেলার পরিস্থিতি তৈরি করেছেন ক্লাবের দুর্নীতিপরায়ণ কর্তাদের মদতপুষ্ট লোকেরা। ক্লাবকর্তাদের সমর্থনকারীদের চিহ্নিত করার জন্য নীল-সাদা রিবন বাঁধা ছিল তাঁদের হাতে। সংখ্যায় তাঁরা বিক্ষুব্ধদের তুলনায় কম হলেও অধিকাংশই ক্লাবের 'বহিরাগত', দাবি বিক্ষোভকারীদের।

পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, তাই জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। তারমধ্যেই পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারী লাল-হলুদের সমর্থকরা। পুলিশের তরফে অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করতেই লাঠিচার্জে বাধ্য হয় তারা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা। আহতও হন তিন-চারজন সমর্থক। অসুস্থও হয়ে পড়েন কয়েকজন। চারজনকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, আহতদের মধ্যে অনির্বাণ দাস, জ্যোতিষ্ক মিস্ত্রি ও শঙ্খ মজুমদার মারাত্মকভাবে আহত হন। সমর্থকদের উদ্যোগে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়ায় অনেকে পালিয়ে যান গোষ্ঠ পাল সরণির দিকে। সেই সময় আত্মরক্ষার স্বার্থে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আশ্রয় নেন মোহনবাগান তাঁবুতে।

ক্লাবকর্তা বনাম সমর্থকদের বিরোধের ছবিটা সর্বসমক্ষে চলে আসায় আদতে লজ্জায় পড়ল শতবর্ষপ্রাচীন ইস্টবেঙ্গল, তা বলাই বাহুল্য।

নদী আপন বেগে পাগলপারা... খেলার আনন্দ তেমনই। বুধবার মহানন্দার চরে শান্তনু ভট্টাচার্যর তোলা ছবি।

ব্যবসায়ী নিখোঁজ

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর থেকে খালি পড়ে রয়েছে ওই বাড়ি। পাশেই একটি ভাঙাচোরা ঘরে থাকেন তাঁর মা গোপালী সাহা। ভাড়াবাড়িতে চলে গেলেও প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে এসে দেখা করতেন তিনি।

বছর পাঁচেক আগেই মাটিগাড়ার রানাবস্তির বাসিন্দা চন্দন পালের সঙ্গে শিউলির পরিচয় হয়। শিউলির রোগ সারাতে চন্দন ঝাড়ফুঁক করবেন বলে বাড়িতে আসেন। ভাড়াবাড়িতেও ঝাড়ফুঁক করতে যেতেন চন্দন পাল। এনিয়ে সংসারে প্রায়ই অশান্তি চলত। বাড়ির মালিকও চন্দনকে একাধিকবার ওই বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

এসবের মাঝেই চলতি মাসের ১০ তারিখ রাত ৯টার সময় মায়ের কাছে যান তপনবাবু। সেখানে খাওয়ার সময় মোবাইল ফোন সহ সমস্ত সামগ্রী পকেট থেকে বের করে বাইরে রাখেন। ওই সময় মোবাইলে ফোন আসে। ফোনে অপর প্রান্ত থেকে চন্দন পাল টাকা নিতে শক্তিগড় মাঠের দিকে ডাকেন বলে জানান তপনবাবুর মা গোপালীদেবী। টাকা নিয়েই চলে আসবেন বলে মোবাইল রেখেই চলে যান তিনি। এরপর থেকে তাঁর আর খোঁজ নেই।

পরদিন তপনবাবুর স্ত্রী শিউলি এবং চন্দন একসঙ্গে গিয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন। অভিযোগ, কার ডাকে, কোথায় গিয়ে তপনবাবু নিখোঁজ হলেন, ডায়ারিতে তা লেখা হয়নি। ডায়ারির পরদিন থানা থেকে চন্দন পালকে ডেকে পাঠানো হয়। সেই দিন থেকেই চন্দন নিখোঁজ। পরে জানা যায়, বাড়ি বিক্রি করে চন্দন উধাও হয়েছেন। এদিকে, ডায়ারি করার পর থেকে স্বামী বা শাশুড়ির খোঁজ নিতে আসেননি শিউলি। তাঁরও কোনও খোঁজ নেই। গোটা ঘটনায় শিলিগুড়ি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

গত বছরের অক্টোবরেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ ব্যবসায়ীর কোনও হদিস পায়নি ভক্তিনগর থানা। আরও একজন নিখোঁজের ঘটনাতেও পুলিশ তৎপর নয় কেন, উঠছে প্রশ্ন। শহরের পুলিশকর্তারা সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। এক পুলিশকর্তা শুধু জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীর খোঁজ শুরু হয়েছে।

রবির অনুষ্ঠান হাইজ্যাক পার্থর

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ২১ জুলাই : রবীন্দ্রনাথ ঘোষের তৈরি করা শহিদ বেদিতে তাঁর আগে এসে মালা দিয়ে, দলীয় পতাকা তুলে দিলেন পার্থপ্রতিম রায়। কোচবিহারে দুই নেতার কাজিয়া বুধবার, তৃণমূলের শহিদ স্মরণ দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে নতুন মাত্রা পেল। দলের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে সকলেই মানছেন, দুই নেতার বিরোধ এখন যেমন খেয়োখেয়ির পর্যায়ে এসে নেমেছে তাতে দলের ক্ষতি আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

২১ জুলাই শহিদ স্মরণ দিবসে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ের সামনে একটি মঞ্চ ও শহিদ বেদি তৈরি করেছিলেন তাঁর অনুগামীরা। বুধবার সেখানে শহিদদের স্মৃতিতে মাল্যদান করে দলীয় পতাকা উত্তোলন করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী রবিবাবু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে সাংবাদিকদের জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু বুধবার সেই অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় এসে সেই বেদিতে মাল্যদান করে দলীয় পতাকা তুলে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল আহমেদ, জেলা সাধারণ সম্পাদক রাহুল রায়প্রমুখ। তবে, রবিবাবুর তৈরি করা মঞ্চ পার্থবাবুরা ব্যবহার করেননি।

কিছুক্ষণ পরে নির্ধারিত সময়ে রবিবাবুরা সেখানে এসে দেখেন শহিদ বেদিতে মালা দেওয়া ও দলের পতাকা উড়ছে। বিষয়টি নিয়ে রবি অনুগামীদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য সেই বেদিতে নতুন করে রবিবাবুরা তাঁদের অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলে রবি ও পার্থ তথা কাকা ও ভাইপোর কোন্দল কোচবিহারে নতুন ঘটনা নয়। দুজনকে কেন্দ্র করে তাঁদের অনুগামীরাও জেলা তৃণমূলে দুটি গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছেন। রাজ্য নেতৃত্ব হাজার চেষ্টা করেও এই কোন্দল মেটাতে পারেননি। দু'দিন আগে পার্থর গ্রামের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর ঘটনাকেও রবিবাবু 'সাজানো নাটক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পার্থর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবার তিরস্কারের মুখে পড়েন রবিবাবু। এই অবস্থায় বুধবার শহিদ দিবস অনুষ্ঠান নিয়েও দুই নেতার আকচাআকচি সামনে এসেছে।

শহিদ দিবসে গোষ্ঠীকোন্দল

ঘটনা প্রসঙ্গে রবিবাবু বলেন, 'আজকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন। তাতে কে, কোথায়, কী নোংরামি করল তাতে কিছু যায় আসে না। যার যেমন রুচি তিনি তেমন রুচির পরিচয় দিয়েছেন। এতে আমার বলার কিছু নেই।'

রবিবাবুর অনুগামী তথা দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক খোকন মিয়াঁ বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটা একসঙ্গে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দলের জেলা সভাপতি সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এসে পতাকা উত্তোলন করে চলে গেলেন। অথচ আমাকে তাঁর বাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিল সকাল দশটার সময় পার্টি অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন হবে।'

জেলা সভাপতি পার্থ বলেন, 'কোনও বিতর্ক নেই। জেলা কার্যালয়ে জেলা সভাপতি হিসাবে পতাকা তুলেছি। দশটায় কর্মসূচি ছিল। তবে, পতাকা উত্তোলনের ওরকম কোনও সময় দেওয়া ছিল না।' এদিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ অঞ্চলেও ৫০ মিটারের মধ্যে ব্লক সভাপতি ধনেশ্বর বর্মন ও দলের ভানুকুমারী-২ অঞ্চল সভাপতি সুজিত ঘোষের নেতৃত্বে শহিদ দিবসের দুটি অনুষ্ঠান হয়। ধনেশ্বর বর্মন বলেন, 'সুজিত ঘোষ অবৈধভাবে সভা করেছেন।' সুজিতবাবু পালটা বলেন, 'আমার সভা অবৈধ হলে ব্লকের বাকি দশটি অঞ্চলের সভা বৈধ হয় কী করে?'

করোনা বিমার মেয়াদ বাড়ল

নাগরাকাটা, ২১ জুলাই : স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশদের জন্য করোনা বিমার সুবিধার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল রাজ্য। করোনা মোকাবিলায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশরা ওই বিমার আওতায় আসবেন। সম্প্রতি এই মর্মে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে পরবর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত বিমার সুবিধা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই করোনা বিমার মেয়াদ গতবছরের ৩০ নভেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মহলগুলি থেকে মেয়াদ বাড়ানোর দাবি ওঠে। রাজ্য তাতে সায় দেওয়ায় খুশি তাঁরা।

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, 'মেয়াদ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, 'করোনা যুদ্ধের প্রথমসারির সৈনিক স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশদের জন্য বিমার মেয়াদ বাড়ায় তাঁরা প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হবেন।'

গত এপ্রিল মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে করোনা মোকাবিলার কাজে নিয়োজিত নানা ধরনের কর্মীদের জন্য ওই বিমার ঘোষণা করা হয়। সে সময় ১৪টি ক্যাটিগোরির কর্মীকে এর আওতায় রাখা হয়েছিল। এবার অবশ্য শুধু স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশদের কথা জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশরা করোনা মোকাবিলার কাজ করতে গিয়ে নিজেরাই যদি সংক্রামিত হন তবে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সুবিধা পাবেন। মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

বজ্রপাতে জখম ৬ মহিলা

মেটেলি, ২১ জুলাই : বাজ পড়ে গুরুতর জখম হলেন ৬ মহিলা। বুধবার দুপুরে মেটেলি ব্লকের ইনগু চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশন এলাকার ঘটনা। জখমরা হলেন সন্তু লেপচা, কবিতা রাউতিয়া, সুশী রাই, সঞ্জিতা ছেত্রী, কল্পনা লেপচা ও প্রতিমা দর্জি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে তাঁরা বাগানে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন। ওই সময় হঠাৎ তাঁদের ওপর বাজ পড়ে। জখমদের প্রথমে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে হাসপাতাল থেকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাগানের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা রীতা খেড়িয়া জানান, জখম পাঁচ মহিলার বাড়ি বাগানের পাহাড় লাইনে। মেটেলির বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, 'জখমদের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

জলে ডুবে দুই যুবকের মৃত্যু

মাদারিহাট, ২১ জুলাই : বর্ষায় নদীতে মাছ ধরতে নেমে দুই জায়গায় মারা গেলেন দুই যুবক। মঙ্গলবার দুপুরে মধ্য মাদারিহাটের চার বন্ধু জাল নিয়ে হাসিমারার কাছে তোর্ষা নদীতে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। তবে মাছের খোঁজে নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ তলিয়ে যেতে থাকেন দুজন। তাঁদের মধ্যে আমির হোসেনকে স্থানীয় জেলেরা উদ্ধার করতে পারলেও অপর যুবকের হদিস মেলেনি। বুধবার সকালে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ডুবুরির সাহায্যে সুভাষিণী চা বাগানের কাছে তোর্ষা নদীর মাঝে চরে আটকে থাকা জমির হোসেনের (২৯) মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বুধবার বিকেলে পশ্চিম মাদারিহাটে বুড়িতোর্ষা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয় রাজেশ ওরাওঁ (৩৮) নামে এক যুবকের। মৃতের বাড়ি পশ্চিম মাদারিহাটে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জলে নেমে মাছ ধরতে গিয়েই তিনি ডুবে যান।

বিরোধী নেতাদের মুখে দিদির প্রশংসা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে হাজির হন কংগ্রেসের পি চিদম্বরম ও দিগ্বিজয় সিং, সপার রামগোপাল যাদব ও জয়া বচ্চন, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং, এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার ও সুপ্রিয়া সুলে, শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, আরজেডির মনোজ ঝাঁ, টিআরএসের কেশব রাও ও অকালি দলের সর্দার বলবিন্দর সিং বুন্দরের মতো নেতারা। তাঁদের স্বাগত জানান তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্থায়ী শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন বিরোধী নেতারা। কলকাতা থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের আগেই অবশ্য তাঁরা বেরিয়ে যান। বিরোধী নেতারা কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের দাবি, 'অত্যন্ত ছোট একটি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড প্রোটোকল মেনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সিনিয়ার লিডারদের আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

যদিও বিরোধী নেতারা সবাই ছিলেন মমতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জয়া বচ্চন বলেন, 'শহিদদের কথা আজকাল আর কে ভাবে? মমতা বলেই তা ভেবেছেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে আসা। চাইব ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনও নেত্রী কেন্দ্রে শাসন করুন।' আরজেডির মনোজ ঝা বলেন, 'মমতাদিদি বিজেপির আগ্রাসন রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।' কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিং জানান, 'মমতাজির সঙ্গে বহুদিনের সুসম্পর্ক। তাঁর ডাক ফেলতে পারি না। ভবিষ্যতেও তিনি ডাকলে আসব।' এনসিপি-র সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে বলেন, 'মমতাদি দেশের বরেণ্য নেত্রী, একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অভাবনীয়। তাঁর জন্য আগেও এসেছি, ভবিষ্যতেও আসব।' আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং জানান, 'আজকের এই শহিদ দিবস ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তির উত্থানের সাক্ষী রইল।'

পেগাসাসে লক্ষ্য নাভিশ্বাস

প্রথম পাতার পর

মমতা তখন কংগ্রেসকে জোটের প্রধান মুখ হিসেবে মানতে চাননি।

মনে করা হচ্ছে, সেই সমস্যার পুনরাবৃত্তি চান না আর মমতা। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে বিজেপি বিরোধী জোট সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিত ছিল মমতার ভাষণে। তিনি বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা শীতকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বড় সমাবেশ করব। সেখানে সোনিয়াজি, শারদজি সহ আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাব।'

আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব না করলেও বুধবার তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল উপস্থিতি ছিল পি চিদাম্বরমের। ইউপিএ জমানার এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর উপস্থিতির তাৎপর্য বোঝা গিয়েছে, যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চিদাম্বরমজি আপনাকে ওরা ছেড়েছিল? শারদ পাওয়ারজি আপনাকে ওরা ছেড়েছিল? আমাদের বিরুদ্ধে রোজ এজেন্সি লাগাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতে পারেনি। পুরো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করিয়েও ওরা আমাদের হারাতে পারেনি। বাংলা পথ দেখিয়েছে।'

টেলিফোনে আড়ি পাতার পাশাপাশি প্রস্তাবিত বিরোধী জোটের ভিত গাঁথতে মমতার অস্ত্র পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়েছে। গত দু'মাসে ৪৭ বার রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। প্রতিদিন এই রাজ্যে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আমাদের কর্মীরা মিছিল করবেন।'

তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে পেগাসাস কেলেঙ্কারি দিয়ে মোদি সরকারকে চেপে ধরতে চান তৃণমূল নেত্রী, তা এদিন তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে বোঝা গিয়েছে। এমনকি শুধু বিরোধী ঐক্যের ভিত গড়তে নয়, এই প্রশ্নে আদালতেরও সাহায্যপ্রার্থী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'একমাত্র আপনারাই পারেন গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে। আপনারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আড়ি পাতার মামলা রুজু করে আপনাদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গড়ে পেগাসাস কেলেঙ্কারির তদন্ত করুন।'

পেগাসাসের ভয়াবহতা বোঝাতে তৃণমূল নেত্রী জানান, হ্যাকিং এড়াতে তিনি তাঁর মোবাইলে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিজের মোবাইল তুলে প্লাস্টারও দেখান। কিন্তু এই স্টিকিং প্লাস্টার কী জিনিস বা এর মাধ্যমে কীভাবে আড়ি পাতা আটকানো যায়, তা খোলসা করে তিনি কিছু বলেননি।

মমতার বক্তব্য, 'আমার ও অভিষেকের ফোন ট্যাপ করা হয়েছে। পিকে'র ফোন ট্যাপ হয়েছে। ভোটের পর আমরা তিনজন ফোনে কথা বলেছিলাম। তার অডিও রেকর্ডিং ওদের কাছে চলে গিয়েছে। বাদ যাচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রী ও অফিসাররা। অধিকাংশ বিচারপতির ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমি কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। শারদজির সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কারণ আমার ফোন ট্যাপ হচ্ছে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অবশ্য পালটা বলেন, 'এখন মমতা বলছেন, তাঁর ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। আগে তাঁর ডান হাত মুকুল রায় অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর ফোন ট্যাপ করা হত। এজন্য তিনি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ফোন ট্যাপ করার সংস্কৃতি আমাদের নয়, ওঁদের। তৃণমূল নেতারাও হোয়াটসঅ্যাপ কল ছাড়া ট্যাপিংয়ের ভয়ে কারও সঙ্গে সাধারণ কলে কথা বলেন না। মমতা ও তাঁর সরকারই পেগাসাস কোম্পানির সফটওয়্যার ব্যবহার করেন।'

কলকাতায় শহিদ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হলেও দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক সমাবেশের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। এনসিপি, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, অকালি দল, আরজেডি, ডিএমকে ইত্যাদি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কলকাতায় ছিলেন ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়ে মমতার ভাষণ শোনানো হয়।

বরাবর ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে বাংলায় ভাষণ দেন মমতা। এদিন অবশ্য ভাষণের শুরুতে তিনি জানিয়ে দেন, সর্বভারতীয় বিভিন্ন নেতা উপস্থিত থাকায় তিনি বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজিতে বলবেন। তাঁর ভাষণের সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত মাথায় রেখে বক্তৃতার ৮০ শতাংশ সময়ই তিনি বলেছেন হিন্দি ও ইংরেজিতে।

বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'ওরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে। ওরা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে গুপ্তচরগিরির চাপ সৃষ্টি করে দেশ শাসন করতে চাইছে। এদের আমরা ছেড়ে দিলে এরা আমাদের ছাড়বে না।' বিজেপিকে 'হাইলোডেড ভাইরাস পার্টি' বলে উল্লেখ করে মমতা বলেন, এই ভাইরাস করোনার চেয়েও ভয়ংকর।